দৈনিক জনকণ্ঠ
NOV. 23 2002
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প
৬০ ভাগ শিশু বৈষম্যের শিকার

দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ শিশু বৈষম্যের শিকার হবে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গত ২৮ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পরই পর্যায়ক্রমে সারা দেশে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্প নামে এই কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয়। চলতি বছরের গত জুলাই থেকে এই প্রকল্পের আওতায় শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র অসহায় শিশুকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শিশুর পরিবারকে এক সন্তানের জন্য মাসিক ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য ১২৫ টাকা হারে প্রদান করা হবে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প বাতিল করে উপবৃত্তি প্রকল্পটি চালু করা হলো। এতে প্রতিবছর সরকারের ব্যয় হবে ৬৬৩ কোটি টাকা। কোন রকম বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে সরকার প্রকল্পটি চালু করেছে। এতে দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৫ লাখ ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক উপকৃত হবে বলে সরকারীভাবে জানানো হয়েছে।

পরীক্ষামূলকভাবে প্রকল্পটি চালু করা হয় ২০০০ সাল থেকে। পরীক্ষামূলকভাবে উপবৃত্তি প্রদানকালে অভিভাবকদের মাসিক ৩০ টাকা হারে দেয়া হয়। লাকসাম উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দকৃত ৩০ টাকা হারে উপবৃত্তির মোট ৩২ লাখ ১৬ হাজার ৬০০ টাকা ফেরত গেছে বলে জানা গেছে। উপজেলা শিক্ষা বিভাগের উদাসীনতা, অবহেলা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে সোনালী ব্যাংক লাকসাম শাখা উপবৃত্তির ঐ টাকা গত ১২ অক্টোবর ফেরত পাঠায়। শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষকদের এ জন্য কোন জবাবদিহি করতে হয়নি।

দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, সরকারী অনুদানে এনজিও কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। উপবৃত্তি প্রদানের জন্য দুস্থ-বিধবা মহিলার পরিবার, দিনমজুর, অসচ্ছল পেশাজীবী, কামার, কুমার, জেলে এবং ভূমিহীন পরিবারের সন্তানদের বাছাই করা হবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্কুল ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের জন্য প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী এই বাছাই কাজ করবেন। বাছাইকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে সর্বোচ্চ শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র শিশুর তালিকা প্রণয়ন করবেন।

দারিদ্র্যের গ্রহণযোগ্য সঠিক কোন ব্যাখ্যা নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়নি। দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শতকরা ১০০ ভাগই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কিছুটা সচ্ছল, ধনী ও বিত্তশালী পরিবারের সন্তানরা এখন কিন্ডারগার্টেনে পড়াশোনা করে। গ্রামগঞ্জেও এখন কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অর্ধেকেরও বেশি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগের বেশি পরিবার দরিদ্র। দরিদ্রতার সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা নিয়েও রয়েছে মতদ্বৈধতা। উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ৮৫ ভাগ দিবসে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫০ ভাগ নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিশুর অভিভাবকের (বিশেষ করে মা) ব্যাংক হিসাবে তিন থেকে ছয় মাস পর পর বৃত্তির অর্থ স্থানান্তর বা ছাড়করণ করা হবে। উপবৃত্তি প্রদানের এই কার্যক্রমের মনিটরিং, তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন প্রধান শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের এই কার্যক্রমে দেশে আরও একটি বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটবে। কারণ মাত্র ৪০ ভাগ দরিদ্র শিশুকে উপবৃত্তি প্রদান করার ফলে বাকি ৬০ ভাগ শিশু রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার হবে।

প্রকল্পটি কল্যাণমুখী এবং মহতী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই ৪০ ভাগ নয়, শিশুর পিতাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই ১০০ ভাগ দরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করার দাবি রাখে। কারণ "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।"

নঈম আজাদ
চৌধুরীপাড়া, কুমিল্লা।